Vol. 42 | No. 1 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের শব্দ সৃজন প্রক্রিয়া

Volume	42
Issue	1
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hakim Arif
Published online	October 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v42i1.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i1.10
Pages	287-302
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুলের শব্দ সৃজন প্রক্রিয়া

হাকিম আরিফ*

কাজী নজরুল ইসলাম আধুনিক বাংলা কাব্যে শুধু বিষয় চেতনাতেই রবীন্দ্র মোহমুগ্ধতার অবসান ঘটান নি বরং এক নতুন কাব্যভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে হয়েছেন ব্যতিক্রমী, স্বাতন্ত্র্যবাহী ও পরিণতিস্পর্শী। উপনিবেশ-আক্রান্ত ভারতের মুমূর্ষু মানবতার নির্মোহ শিল্পভাষ্য রচনাকল্পে এবং শৃঙ্খল ও বন্ধন বিমুক্তির প্রয়োজনে সমকালীন নতজানু যূথবদ্ধ মানুষ, সমাজ ও সময় থেকে পরিত্রাণের প্রত্যাশায় ভারতীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের পুরাণে তাঁর যে অবগাহন ও পরিভ্রমণ, তার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তিনি ঐতিহ্যকে সমকালীনতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁর প্রাতিস্বিক কাব্যভাষা নির্মাণের সহায়ক প্রণোদনাও লাভ করেছেন। সর্বোপরি কলোনিশাসিত ভারতবর্ষের 'প্রতিরোধের সাহিত্য' রচনার যৌক্তিক কারণেই নজরুলের কবিভাষা হয়ে উঠেছে সমগ্র বাংলাসাহিত্যে অভিন ও তুলনারহিত।[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক বাংলা কাব্যভাষার প্রথম সার্থক রূপকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের উত্তরাধিকার বাহিত সমুদয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমগ্রতাস্পর্শী শিল্পী। প্রতিভার যাদুস্পর্শে বাংলা সাহিত্যকে যেমন তিনি বিশ্বমাত্রিকতায় উন্নীত করেছেন, তেমনি বাংলা ভাষাকেও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে পরিচিত করার পাশাপাশি বৈশ্বিক ঋদ্ধিতে আরোহণের প্রয়োজনীয় পরিপুষ্টি দান করেছেন। কিন্তু রোমান্টিক ভাবাদর্শ প্রভাবিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা ও বাণীভঙ্গিতে যেহেতু সবসময় এক ধরনের সচেতন মোহময়তা বর্তমান ছিল, তাই তার প্রতিপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ধ্বংস, হতাশা এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ জর্জরিত ভারতবর্ষের

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১ সালাউদ্দীন আইয়ুব (১৪০৪), *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃ. ৭৫

মানুষের দ্রোহ ও মুক্তিভাবনাকে রূপদানের জন্যে কাজী নজরুল ইসলামকে নির্মাণ করতে হয়েছে নতুন ভাষা ও বাণীভঙ্গি। মূলত প্রকৃতিদত্ত শক্তিশালী কাব্যপ্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম ঔপনিবেশিক শাসনের ধ্বংসস্তূপে জন্মলাভ করে সমাজের অনৈতিকতা, অসাম্য, মানবিকতার পরিপূর্ণ অধঃপতন, নির্যাতিত মানবাত্মার চাপাকান্না, পরাধীনতার নগ্নরূপ প্রত্যক্ষ করে এসবের উৎপাদনকল্পে মনোচৈতন্যে লালন করেছিলেন এক অমিত প্রতিরোধশক্তি। ফলে প্রকৃতিদত্ত কবিপ্রতিভা আর মনোগহনে প্রত্নপ্রতিমার মতো লালিত অমিত প্রতিরোধশক্তি – এই দুইয়ের সুমিত সমন্বয়ের ফলে তাঁর কবিতার বিষয়ভাবনা ভিন্ন হওয়ার পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে এক স্বতঃস্ফূর্ত কবিভাষা। নজরুলের এই কবিভাষার বৈশিষ্ট্যই আলাদা। এই কবিভাষা বাংলার কবিতাকে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করার পাশাপাশি এর শান্ত সম্মোহিত রূপটিকেই যেন উল্টে দিয়ে এতে আরোপ করেছে নতুন প্রাণাবেগ ও প্রাণচাঞ্চল্য। সর্বোপরি —

> ... নজরুলের ভাষার চারিত্র্যই যেন অন্যরূপ, তাঁর ব্যক্তিজীবনের মতোই উন্মাতাল, বৈপরীত্য কণ্টকিত দামামার ধ্বনিতে উচ্চকিত, যা তাঁকে এবং তাঁর সময়বাসী সকলকে জাগ্রত করে উদ্দীপ্ত করে। এর কারণ নজরুলের ভাষা ব্যক্তির ভাষা হয়েও, সাহিত্যের ভাষা হয়েও, জীবন নামক এক ব্যাপকতর ভাষা।[২]

নজরুলের এই 'জীবন নামক এ ব্যাপকতর ভাষা' তথা স্বতঃস্ফূর্ত কবিভাষার প্রধান উপাদান শব্দ। কেননা কবিমাত্রই শব্দশিল্পী। তিনি অভিধানের প্রতিটি মৃত ও নির্জীব শব্দ তাঁর আবেগকে প্রতিস্থাপিত করে নতুন প্রাণ দান করেন। ফলে কবিতায় শব্দ হয়ে ওঠে কবির প্রতিটি কল্পনা ও আবেগের মূর্ত রূপ। আবার শব্দ যেমন কবির কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দিয়ে যাকে, তেমনি তাঁর ভাবকে অরূপলোকে উত্তরণেও সাহায্য করে।

> একালের কবির কাছে শব্দ শুধু বাক্যকে সম্পূর্ণ করার উপাদন নয়। শব্দের ভিতরেই রয়েছে কবির ভাবনার অভিজ্ঞান। শব্দেরা মৃত – কবিই তাকে উজ্জীবিত করেন, তখন সেই জীবন্ত শব্দেরা হয় মান্ত্রিক। কবি শব্দকে খুঁজতে

---

২ মুহম্মদ নূরুল হুদা (১৪০০), 'নজরুলের ভাষা-বিদ্রোহ : প্রস্তাবনা', *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা,* ষোড়শ সংকলন, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃ. ২৯

> গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকে, স্মৃতিকে, অস্তিত্বের স্তরগুলিকেই খোঁজেন। তাই এক একটি শব্দের ভিতরে কবির সমগ্র সত্তার আলোড়নকে, সংক্ষোভ এবং শান্তিকে সংহত করে তোলাই কবির লক্ষ্য।[৩]

মূলত কবিতা নির্মাণের ক্ষেত্রে শব্দের এই যে মুখ্য ভূমিকা, কবিতায় তার স্বকীয় বিন্যাস ও ব্যতিক্রমী বুননের কারণেই কবির কাব্যভাষা স্বতন্ত্রমাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। নজরুলের কাব্যেও নতুন কাব্যভাষা বিনির্মাণে তাঁর অর্বাচীন ও অভিনব শব্দের এবং তাঁর ব্যতিক্রমী বুননই হয়ে উঠেছে সক্রিয় ও কার্যকর। সর্বোপরি, ভিন্নধর্মী কাব্যভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্য তথা সমগ্র সাহিত্যকর্মে বাংলা ভাষার প্রচলিত ও প্রথাবদ্ধ শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন বিচিত্র উৎস থেকে যেমন শব্দ অন্বেষণ ও আহরণপূর্বক প্রয়োগ করেছেন, তেমনি একেবারে অভিধানরহিত আনকোরা শব্দসৃজনেও পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। নজরুল ব্যবহৃত শব্দের উৎসমুখ যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলে লক্ষ্য করব যে, তাঁর কাব্যে তথা সাহিত্যে স্বকীয় ভাবের সম্যক প্রকাশের জন্যে তিনি ভারতীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের পৌরাণিক ভাবব্যঞ্জক শব্দসমূহ যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি সংস্কৃতি শব্দের পাশাপাশি কঠিন ও আটপৌরে আরবি-ফারসি শব্দ এবং উর্দু -হিন্দি-ইংরেজি ও লোকজ শব্দও তাঁর রচনায় দুর্লক্ষ্য নয়। মূলত জন্মগতভাবে ভারতীয় ও ধর্মীয় চেতনায় মধ্যপ্রাচ্যের মিথের ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার যেহেতু নজরুল বহন করেছেন, তাই এই দুই ধরনের মিথ-পুরাণই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অধ্যয়ন করে সাহিত্যে তাদের প্রয়োগ দক্ষতা দেখিয়েছেন। আবার আবাল্য চাচার তত্ত্বাবধানে আরবি-ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং সৈনিকজীবনে করাচি সেনাবিনাসে থাকাকালীন ফারসি সাহিত্যের হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রমুখ বিখ্যাত লেখকের রচনাকর্ম অধ্যয়ন ও উর্দুভাষা রপ্তকরণ ইত্যাদি কারণে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ নজরুল সাহিত্যে ঘটেছে। নজরুল ব্রিটিশ ভারতের বিহার সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল আসানসোলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই সময়গত ও স্থানগত বিবেচনায় এ দুটি ভাষাতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর সাহিত্যেও এদের প্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু নজরুল ঔপনিবেশিক ভারতের উন্মূল ও অনিকেত মানুষের বিশাল বেদনা ও মর্মযাতনাকে তাঁর সাহিত্যকর্মে ধারণের পাশাপাশি

---

৩ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭৩), *কবিতার কালান্তর*, সান্যাল প্রকাশন, কলিকাতা, পৃ.২১

যেহেতু ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তঃসারশূন্যতাকে তীব্র ব্যঙ্গের শ্লেষে রূপান্বিত ও প্রতিচিত্রিত করেছেন, সেহেতু উপরি-উক্ত উৎস থেকে শব্দ নির্বাচনের পরেও তাঁর নিজস্ব ভাবের পরিপূর্ণ রূপায়ণের অদম্য বাসনায় তিনি সৃজন করেছেন অজস্র শব্দরাশি। তাঁর সৃষ্ট শব্দের সবগুলিই হয়তো অভিধানে নেই, অথবা পরবর্তীকালের কোন লেখকই আবেগের আন্তরিকতায় ভাবের সম্যক প্রকাশের লক্ষ্যে হয়তো এগুলি ব্যবহার করেননি কিন্তু তারপরেও এ শব্দসৃজন প্রক্রিয়াকে আমরা নজরুলের বাংলা ভাষা প্রেমের অপূর্ব নিদর্শনর রূপে গণ্য করতে পারি। এক্ষেত্রে তিনি অভিজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিকের মতো প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের শব্দসৃজন প্রণালী অনুসরণ করেছেন এবং প্রত্যয় ও সমাস এই দুই প্রণালীতেই শব্দসৃষ্টিতে তৎপর হয়েছেন। নিম্নে নজরুল সৃষ্ট প্রত্যয় ও সমাসসাধিত শব্দের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করা হল ঃ

ক. প্রত্যয়সাধিত শব্দ

১. প্রত্যয় যোগে

শব্দ	উৎস[৪]
এজিদী (= এজিদ + ঈ)	ন. র. ৪র্থ, পৃ. ২৩৭
কটকিনী (= কটক + ইনী)	ন. গী. অ, পৃ. ৪৯৮
কুস্‌মী { = কুসুম + ঈ › কুসুমী › কুস্‌মী	ন. গী. অ, পৃ. ৮

---

৪ উৎস বলতে এখানে নজরুলসৃষ্ট শব্দ যেসব গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে সেগুলোকে বোঝানো হচ্ছে। এই প্রবন্ধে নজরুল সৃষ্ট শব্দের উৎস রূপে যেসব গ্রন্থ ও ব্যক্তির নাম সংকেত ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নে সেসবের পূর্ণরূপ দেওয়া হল ঃ

নাম-সংকেত	পূর্ণরূপ
ন.র.	নজরুল রচনাবলী
ন.র.স	নজরুল রচনাসম্ভার
ন.গী অ	নজরুল গীতি অখণ্ড
ন.শ	নজরুল শব্দকোষ
ন. জী, প্রে,এ. অ	নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়
আ.	আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য

(মধ্য স্বরলোপের সাহায্যে)

কেতাবী (= কিতাব › কেতাব + ঈ)	(অশ্বিনীকুমার : ১৭ /ফণি–মনসা)
খালেদী (= খালেদ + ঈ)	(খালেদ ঃ ২০/ জিঞ্জীর)
গানেওয়ালা (= গান+এ+ওয়ালা)	ন. র. ৩য়, পৃ. ১৫
ঘোটকিনী { = ঘোটক + ইনী (প্রচলিত রূপ ঘোটকী)}	ন.গী. অ. পৃ. ৪৯০
ধর্মযাজকী {= ধর্মযাজক +ঈ (ধর্মযাজকের পেশা বা কাজ)}	ন. র. ১ম, পৃ. ৩৮৪
প্রণতা (= প্রণত + আ)	ন. গী. অ, পৃ. ৬৮
শূদ্রামি (= শূদ্র+ আমি)	ন. র. ১ম (আ), পৃ. ৯২

২. উপসর্গ যোগে

অ–জাগন্ত	ন. র. স/২, পৃ. ৪২৩
অ–পাওয়া	ন. র. স/২ পৃ. ৪০৪
অ–বহ	ন.র. ৩য়, পৃ. ১১৪
অ–ব্রাহ্মণ	ন. র. স/২, পৃ. ৪৭৯
অভয়ঙ্কর	ন.র. স/২, পৃ. ৪৫৫
আচণ্ডাল	ন.র. ১ম, পৃ. ৭২৯
আলোনা	ন. র. ১ম, পৃ. ৭২৯
না–পছন্দ	ন. র. ১ম, পৃ. ৪৩৪
না–ওয়াকেফ	ন. র. স/২, পৃ. ৪০৭
ন–হক	(সেবক–১৩/বিশেষ বাঁশী)
নি–মোরাদে	ন. র. স/২,পৃ. ৯৯
নিমখুন	ন. র. ১ম,পৃ. ৪৪৭
বি–দন্ত	ন. র. অ, পৃ. ৪৯৩

বিনিন্দিত	ন. র. স/২, পৃ. ৫৩৭
বে-তিল	ন. র. স/২, পৃ. ১৯৮
বে-দাগ	ন.র. ১ম(আ),পৃ. ৩৬৫
বে-নিমক	ন.র. স/২, পৃ. ১০২
বেপথ	ন.র. স/২, পৃ. ৪৩৪
বে-বাগ	ন.র. স/২, পৃ. ১৬৩
বে-মানানসই	ন.র. ১ম, পৃ. ৬৫৪
স-ওয়ার্ডার	ন.র. ২য়, পৃ. ৩০৭
সবুট	ন.র. স/২, পৃ. ৩০১
সভাষণ	ন.র. ১ম, পৃ. ৬৫০

৩. সমাসসাধিত শব্দ

অচিন-প্রিয়তম	ন.র. স/২, পৃ. ১২৪
অগাধ-অসীম	ন.র. স/২, পৃ. ৩৯৫
অগ্নি-বাণ	(অগ্রপথিক : ৬/জিঞ্জীর)
অনুরাগ-ডোর	ন.গী. অ, পৃ. ৩২৬
অনুরাগ-দেশলাই	ন.গী. অ, পৃ. ৫০৩
অশ্রু-মোতিহার	ন.গী. অ, পৃ. ৩৩৭
আকাশ-মাতা	ন.র. স/২,পৃ. ২০৯
আকাশ-লোক	ন.র. স/২, পৃ. ২৬৭
আঙুরী-খুন	ন.র. ৩য়, পৃ. ৫১
আনন্দ-নীপবন	ন.গী. অ, পৃ. ৩৫৯
আলোক-কুমারী	ন.র. স/২, পৃ. ৯৪
কংস্-নিসূদন	ন.গী. অ,পৃ. ২৯০

কণ্টক–গোঁফ	ন.গী. অ, পৃ. ৪৮৭
কদম–কেশর	ন.গী. অ, পৃ. ২৪
কলঙ্ক–তিলক	ন.গী. অ, পৃ. ৩২৬
কুঞ্জ–ছায়া	ন.গী. অ, পৃ. ৭০
কুসুম–সমাধি	ন.গী. অ, পৃ. ৪৮
কৃষ্ণ–মকরন্দ	ন.গী. অ, পৃ. ১৭
খোশ–তবিয়ত	ন.র. ১ম, পৃ. ৬৮৭
খোশ–নসীব	(অনাগত : ১১৪/মরু–ভাস্কর)
গন্ধ–পরাগ	ন.র. স/২ পৃ. ৫০২
গন্ধ–বিধুর	(বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি : ৫৬/চক্রবাক)
ঘুর্ণি–দূর্তী	ন.র. ৩য়, পৃ. ৪৮
চক্রব্যূহ	(পথের দিশা : ৩/ফণি–মনসা)
চক্রলাঞ্চিত	ন.র. স/২, পৃ. ৫৯
চন্দ্র–বদন	ন.গী. অ২, পৃ. ৫৪৪
চন্দ্রলোক	ন.র. স/২, পৃ. ৫৫২
চিত্র–আভরণ	ন.র. স/২, পৃ. ৬১৫
জয়নাদ	ন.র. ১ম, পৃ. ৬১৫
জলবালা	ন.গী. অ, পৃ. ৯৪
দরশন–ভিখারী	ন.র. অ, পৃ. ৩১৫
দরাজ–দিল	(খালেদ : ৩৭/জিঞ্জীর)
নীপ–ডাল	ন.র. অ, পৃ. ১০৩
নীলপুরী	ন.র. স/২, পৃ. ২২৩
নীলোৎপল–প্রভ	ন.র. স/২, পৃ. ৩৫০

পদ-পল্লব	ন.র. স/২, পৃ. ৯৫
পাপ-চণ্ডাল	ন.গী. অ, পৃ. ৫৬১
পাষাণ-অঞ্জলি	ন.গী. অ, পৃ. ১৩৭
পিশাচ-সিদু	ন.র. স/২, পৃ. ৪৮০
প্রেম-কুসুম	ন.গী. অ, পৃ. ১৭৩
প্রেম-তুফান	ন.গী. অ, পৃ. ২৭৪
বসনচোরা	ন.গী. অ, পৃ. ২৭৩
বাক্যজ্বালা	ন.র. স/২, পৃ. ৪১৩
বাতায়ন-ফাঁক	ন.র. ১ম,পৃ. ৩১৩
বিশ্ব-বখাটে	ন.র. স/২, পৃ. ৫৪৮
মনজিৎ	ন.র. স/২, পৃ. ৪০১
মনমৃগ	ন.গী. অ, পৃ. ২
মর্দানালেবাস	ন.র. ১ম, পৃ. ৫৩১
মহাকালান্তক	ন.র. ১ম, পৃ. ৬৯১
মহামন্দির	ন.র. ১ম, পৃ. ৭১০
শ্বেত-সায়র	সাবধানী ঘন্টা : ৫৬/ফণি-মনসা)
হালালজাদা	ন.র. ১ম, পৃ. ৭২০
হৃদি-অযোধ্যা	ন.গী. অ, পৃ. ৫৭

উল্লেখ্য, উপরি-উক্ত তালিকায় নজরুলের উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দসমূহকে প্রত্যয়সাধিত শব্দের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। কেননা, উপসর্গ যেহেতু শব্দগঠনে অনেকটা প্রত্যয়ের কাজ করে, তাই উপসর্গগুলিও মূলত এক ধরনের প্রত্যয়। শুধু উপসর্গ শব্দের গোড়ায় বসে, আর প্রত্যয় বসে শব্দের শেষ দিকে।[৫]

---

৫ রফিকুল ইসলাম *বাংলা ব্যাকরণ সমীক্ষা*, ১৯৯৮, ঢাকা ও বরিশাল, পৃ. ৬০

নজরুলও ইসলাম তাঁর সাহিত্যকর্মে নতুন শব্দসৃষ্টিতে সাদৃশ্য (analogy) নামক একটি গুরুত্বপুর্ণ সৃজনপ্রক্রিয়ারও আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কোন ভাষায় ভাষাতাত্ত্বিক বা লেখকদের শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অসংখ্য শব্দ তৈরি করা যায়। সাধারণভাবে মনে করা হয়, কোন ভাষায় যেভাবেই ধ্বনি পরিবর্তিত হোক বা শব্দ সৃষ্টি হোক না কেন, তা সংশ্লিষ্ট ভাষার কোন না কোন আন্তর সূত্র রক্ষা করে চলে। তবে এর ব্যতিক্রম যে হয় না, এমন নয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবন্ত ভাষাতেই এমন অজস্র নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে বা ধ্বনির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যেগুলোকে ঐ ভাষার কোন নিয়মের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায় না। আর এ অবস্থায় ঐ সৃষ্ট শব্দ বা পরিবর্তিত ধ্বনিসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা নিয়ে আসেন সাদৃশ্যের ধারণাটি। তখন মনে করা হয়, ঐ শব্দটি সৃষ্ট হয়েছে বা ধ্বনির পরিবর্তন হয়েছে সংশ্লিষ্ট ভাষারই সমরূপ বা সমজাতীয় শব্দ বা ধ্বনির সাদৃশ্যে। অর্থাৎ—

> এ প্রক্রিয়ায় ভাষার কোন একটি রূপ আরেকটি রূপের মতো হয়ে ওঠে। অবশ্য এমন রূপবদলের পেছনে রূপ দুটির মধ্যে থাকতে হবে কোন না কোন সম্পর্ক। সাদৃশ্য হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার ফলে ভাষায় বিরাজমান কোন রূপ, রূপসমষ্টি বা বিন্যাসের প্রভাবে অন্যরূপ রূপসমষ্টি বা বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে, বা সৃষ্টি হয় নতুন রূপ বা রূপসমষ্টি বা বিন্যাস।।[৬]

বাংলা ভাষায় সাদৃশ্য প্রক্রিয়ায় অজস্র নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। আর এ পর্যায়ের কবিরাই প্রধানত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁরা হয়তো সচেতনভাবে ভাষাবিজ্ঞানের সাদৃশ্য সূত্র অধ্যয়ন করেননি, বরং কবিতার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনেই এক শব্দের মতো করে অন্যটিকে রূপ দিয়েছেন। এর ফলে বাংলা ভাষায় শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ভাষার সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে এই শব্দগুলিকেই ভাষাবিজ্ঞানীরা সাদৃশ্যসূত্রের সাহায্য করে বাংলা ভাষাতত্ত্বের উন্নতিবিধানে ভূমিকা রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও শব্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নজরুল ইসলামও তাঁর কবিতা তথা সাহিত্যে নতুন শব্দগঠনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি প্রথমত ও প্রধানত

---

৬ হুমায়ুন আজাদ, *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*, বাংলা একাডেমী, ১৩৯৪, ঢাকা, পৃ. ১২১

কবিতার অন্ত্যমিলের কারণে, দ্বিতীয়ত রচনায় তীব্র ব্যঙ্গের শ্লেষ সৃষ্টির প্রয়াসে এবং তৃতীয়ত তাঁর রচনাকর্ম তথা বাংলা ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির আন্তর প্রেরণায় সাদৃশ্যজাত শব্দ সৃষ্টি করেছেন। উল্লেখ্য, নজরুল সৃষ্ট সাদৃশ্যজাত শব্দের অধিকাংশই পরবর্তীকালের লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত বা অধুনা বাংলা অভিধানে গৃহীত না হলেও এগুলো মূলত তাঁর শব্দ সৃষ্টির মৌলিক প্রতিভাকে সুচিহ্নিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে। নিম্নে নজরুলসৃষ্ট সাদৃশ্যজাত কতিপয় শব্দের তালিকা প্রদান করা হল ঃ

শব্দ	সম্ভাব্য যে রূপের সাদৃশ্যে তেরি হয়েছে	উৎস
আন্দাজিক্যালি	'Politically', 'sociologically' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত।	ন.র. স/২, পৃ. ৬৬
আমলায়ন	'রসায়ন', 'চন্দ্রায়ন,' 'রামায়ণ' ইত্যাদির সাদৃশ্যে	ন.র, ১ম, পৃ. ৬৪৩
আড়ষ্ট-কাক	aristocrat শব্দের সাদৃশ্যে ব্যঙ্গাত্মক রূপ	ন.র. ৪র্থ(আ),পৃ. ১২৮
ওমান-কাতলি	রোমান-ক্যাথলিক-র সাদৃশ্যে ব্যঙ্গাত্মক রূপ	ন.র.স/২, পৃ. ১৪৫
কেলেঙ্কারিয়াস	scandalous-র সাদৃশ্যে এর বাংলা রূপ	অর্ধ-সাপ্তাহিক ধূমকেতু[৭]
ক্ষুরসুন্দর	'নর-সুন্দর-এর সাদৃশ্যজাত	ন.র. স/২, পৃ. ৫২৭
খুনিয়া	'দুনিয়া' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত	(মহররম : ২/অগ্নিবীণা)
খেরেস্তান	'খ্রিস্টান'- এর সাদৃশ্যে ব্যঙ্গাত্মক রূপ	ন.র. স/২, পৃ. ১৪৬
গন্ধতুত	'মাসতুত' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত	ন.গী. অ, পৃ. ৪৭৬
গোবর-নর	'governor'-র সাদৃশ্যে ব্যঙ্গাত্মক রূপ	অর্ধ-সাপ্তাহিক ধূমকেতু[৮]
গোবরমন্ত	'পয়মন্ত' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত	(ল্যাবেন্ডিস বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত : ১৫/ভাঙার গান
চামেলা	'ঝামেলা' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত	(ফালগুনী: ৩০/সিন্ধু-হিল্লোল)
চুমারি	'কুমারী' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত	(প্রণয়-নিবেদন : ২/ পূবের হাওয়া)

---

৭ *নজরুল শব্দকোষ* (১৪০০), সংকলক ও সম্পাদক—আবুল কালাম মুস্তফা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৫৬

৮ ঐ, পৃ. ৮০

নর-বর	'গোবর'-র সাদৃশ্যজাত	ন.র. ৩য় , পৃ. ৫৯০
নূপুরিকা	'প্রেমিকা', 'সেবিকা' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত	ন.র. স/২, পৃ. ৭০১
বন্ধুজ	'বনজ' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত	ন.র. স/২, পৃ. ২৮৬
বাদরী	'আদুরী', 'দাদুরী'র সাদৃশ্যজাত 'বাদল' শব্দের কাব্যিকরূপ	(বাদল দিন : ৪০/ছায়ানট)
মনজিৎ	'ইন্দ্রজিৎ' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত	ন.র. স/২, পৃ. ৪০১
মাদিয়ানা	'আমিরানা' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত	ন.র. স/২, পৃ. ৯৯
মিতানী	'মিতালী'র সাদৃশাজাত	ন.র. ৩য়, পৃ. ৮৩
মৌ-লোভী	'মৌলভী'র সাদৃশ্যে ব্যঙ্গাত্মক রূপ	ন.র. ৩য়, পৃ. ১১৩
যুরূপ	'সুরূপা', 'কুরূপা' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত	(আমানুল্লাহ-১১/জিঞ্জীর)
শোনিমা	'মহিমা' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত	ন.গী. অ, পৃ. ৩৪৯
স্নেহপাণি	'বীণাপাণি'র সাদৃশ্যজাত	ন.র. ১ম(আ),পৃ. ৪০৯
স্পর্শালু	'দয়ালু'র সাদৃশ্যজাত	ন.র. স/২, পৃ. ২৫১
হনুকরণ	'অনুকরণে'র সাদৃশ্যে ব্যঙ্গাত্মক রূপ	ন.র. ১ম. পৃ. ৬৬৪
হালালজাদা	'হারামজাদা'র সাদৃশ্যে বিকৃতরূপ	ন.র. ১ম, পৃ. ৭২০
হিংসাশী	'মাংসাশী'র সাদৃশ্যজাত	ন.র. ১ম(অ), পৃ. ১৫১
হৃদয়ান্তর	'স্থানান্তর', 'দেশান্তর' ইত্যাদির সাদৃশ্যজাত	ন.র. স/২, পৃ. ৫১১

নজরুলের রচনাকর্মে উল্লিখিত সাদৃশ্য জাত শব্দ ব্যতীত এক ধরনের বিকারজাত শব্দের প্রয়োগও লক্ষণীয়। শব্দগুলোকে বিকারজাত শব্দ বলার কারণ এই যে, বাংলায় প্রচলিত এই শব্দগুলির 'কার' 'ফলা' ইত্যাদি চিহ্ন ও ধ্বনির নানাবিধ সংযোজন ও বিয়োজন করে নজরুল এইগুলিতে এক ধরনের বিকার সাধন করেছেন। ফলে কবির ভাবনাস্পর্শে শব্দগুলো নতুন আকৃতি ও রূপ নিয়ে পাঠকের কাছে দৃশ্যমান হয়েছে। তবে এর সবই তিনি করেছেন তাঁর কবিতা তথা রচনাকর্মের আঙ্গিকগত সামঞ্জস্য বিধানের পাশাপাশি অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াসে এবং

বৈচিত্র্য সৃষ্টির আন্তর প্রেরণায়। এ ধরনের বিকারজাত কিছু শব্দেরও তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

শব্দ	যে মূল শব্দের বিকার সাধন হয়েছে	উৎস
অজানিতা	'অজানিত' শব্দের স্ত্রীরূপ	(গোপনপ্রিয়া : ২০/সিন্ধু-হিন্দোল)
ইঞ্জিরী	'ইংরেজী' শব্দের বিকৃত ও ব্যঙ্গাত্মক রূপ	ন.র. স/২ পৃ. ৭৪
গর্ভবান[৯]	'গর্ভবতী'র পুং রূপ	ন. শ. পৃ. ৭৪
নটিন	'নটিনী' শব্দের বিয়োজিত রূপ	ন. র. ২য়, পৃ. ২১৮
নান্যগতি	'নেই গতি' শব্দরূপের কবিসৃষ্ট সংযোজিত ও পরিবর্তিত রূপ	ন.র. স/২. পৃ. ৪১৩
পিতাম	'পিতামহ' শব্দের 'হ'র বিয়োজিত রূপ	ন.র. ৪র্থ পৃ. ৯২
বুলবুলিস্তান[১০]	'বুলবুলি' শব্দের সঙ্গে 'স্তান' রূপযোগে গঠিত অর্থাৎ বুলবুলি পাখির কলকাকলি মুখরিত স্থান	(খোশ আমদেদ : ১৩/জিঞ্জীর)
মর্সিয়া-খান[১১]	'মর্সিয়া' শব্দের সঙ্গে 'খান' রূপ যোগে গঠিত অর্থাৎ যিনি মর্সিয়া বা শোকগীতি পরিবেশন করেন	(মিসে এম. রহমান : ৫/ জিঞ্জীর
সোন্মাদ	'সহ-উন্মাদ'-এর পরিবর্তিত রূপ	ন. র. ১ম(আ), পৃ. ২০৫
স্তাম্বুলী	'ইস্তাম্বুলী' শব্দের বিয়োজিত রূপ এখানে আদিস্বর 'ই' লুপ্ত হয়েছে	বার্ষিক সওগাত: ৯/জিঞ্জীর
স্পন্দুক	'স্পন্দিত হোক'-এর পরিবর্তিত রূপ	(রণ-ভেরী : ৪১/অগ্নি-বীণা)

কাব্য তথা সাহিত্যকর্মে উপরি-উক্ত উপায়সমূহে শব্দ সৃজনের পাশাপাশি নজরুল আরেক ধরনের কৃৎ-কৌশল প্রয়োগ করে নতুন শব্দ সৃষ্টিতে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। এক্ষেত্রে নজরুল দুটি ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সব্দ সহযোগে একটি সম্পূর্ণ নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন। নজরুল সৃষ্ট এই শব্দগুলোকে ধারণ করে

---

৯ ঐ, পৃ. ৭৪

১০ হাকিম আরিফ, *নজরুল শব্দপঞ্জি*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৪০৪, ঢাকা, পৃ. ৬০৩

১১ ঐ, পৃ. ৬৪৮

বাংলা শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি নিঃসন্দেহে নতুনমাত্রায় বিকশিত হয়েছে। যেহেতু দুটি ভিন্ন ভাষার শব্দ এক্ষেত্রে একত্রে মিশ্রিত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাই এ ধরনের শব্দকে আমরা মিশ্র শব্দ (mixed word) নামে অভিহিত করতে পারি। কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক এ ধরনের শব্দকে সঙ্করমিশ্র শব্দ (Hybrid word)[১২] নামেও অভিহিত করেছেন। নজরুলসৃষ্ট কতিপয় মিশ্রশব্দ হচ্ছে এরকম :

শব্দ	যে দুটি ভাষার শব্দ নেওয়া হয়েছে	উৎস
অনুরাগ-দেশলাই	(সংস্কৃত) অনুরাগ+দেশলাই (বাংলা)	ন.গী. অ, পৃ. ৫০৩
অন্তর-দরিয়া	(সংস্কৃত) অন্তর+দরিয়া (ফারসি)	ন.র. স/২, পৃ. ৪৪৩
অমৃত-তৌহিদ	(সংস্কৃত) অমৃত + তৌহিদ (আরবি)	ন.গী. অ/২, পৃ. ২১১
আল্লামিয়া	(আরবি) আল্লা+ মিয়া (ফারসি)	ন.জী.প্রে. এ. অ, পৃ. ৪১
উড়ন-তখ্‌ত	(বাংলা) উড়ন + তখ্‌ত (ফারসি)	(আমানুল্লাহ : ৩৭/জিঞ্জীর)
কবজি-ঘড়ি	(আরবি) কবজি +ঘড়ি (বাংলা)	ন. গী. অ, পৃ. ৪৮৩
কতল-গাহ	(আরবি কত্‌ল্‌ +গাহ (ফারসি)	(খালেদ: ২৮/জিঞ্জীর)
কুয়াশা-নেকাব	(বাংলা) কুয়াশা+নেকাব(আরবি)	(অঘ্রাণের সওগাত : ২৮/জিঞ্জীর
ক্ষেপা-খেয়াল	(সংস্কৃত) ক্ষেপা+ খেয়াল (আরবি)	ন.র. স/২, পৃ. ৩৭০
খোশ-খুমার	(ফারসি) খোশ + খুমার (আরবি)	ন.র.স/২, পৃ. ৪৬
গুল-মজলিশ	(ফারসি) গুল + মজলিশ (আরবি)	(মোবারকবাদ : ১/নতুন চাঁদ)
গরুরী	(আরবি) গরুর + ঈ (ফারসি /বাংলা)	(সুবহ উম্মেদ "[পূবাশা] : ৩৯/জিঞ্জীর)
চাঁদ-বাজার	(বাংলা) চাঁদ + বাজার (ফারসি)	(নওরোজ : ৭৫/(জঞ্জীর)
জিয়ারতগাহ	(আরবি) জিয়ারত + গাহ্‌ (ফারসি)	ন.র. ৩য়, পৃ. ১৩৩
জুল্‌ফ-ওয়ালী	(ফারসি) জুল্‌ফ+ ওয়ালী (হিন্দি)	(বার্ষিক সওগাত : ১০/জিঞ্জীর)
ঝাড়ু-বরদার	(হিন্দি) ঝাড়ু+বরদার (ফারসি)	ন. র. ৩য়, পৃ. ৫৬৫

১২ পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভাষাবিদ্যা পরিচয়,* কলিকাতা, ১৩৯০, পৃ. ১৩৭

দখলিকার	(আরবি) দখ্‌লি + কার (ফারসি)	ন.র. ৪র্থ, পৃ. ৩৩৯
দিল-পিয়ারা	(ফারসি) দিল _+পিয়ারা (উর্দু/হিন্দি)	ন.র. ৩য়, প. ১১৩
পরী-নটিনী	(ফারসি) পরী + নটিনী (সংস্কৃত)	ন.গী. অ, পৃ. ১৩৭
প্রেম-তুফান	(সংস্কৃত) প্রেম+তুফান (আরবি)	ন.গী. অ, পৃ. ২৭৪
বিদায়-বিধুর	(আরবি) বিদায় + বিধুর (সংস্কৃত)	(অঘ্রাণের সওগাত : ২২/জিঞ্জীর)
বীর-বাচ্চা	(সংস্কৃত) বীর + বাচ্চা (ফারসি)	ন,.র. ১ম, পৃ. ৪১
বুলন্দ-নসীব	(ফারসি) বুলুন্দ + নসীব (আরবি)	(ঈদ মোবারক : ৪১) জিঞ্জীর)
বে-কারার	(ফারসি) বে + কারার (আরবি)	(নওরোজ : ৪৮/জিঞ্জীর)
মর্দানা-লেবাস	(ফারসি) মর্দানা+ লেবাস(আরবি)	ন.র. ১ম, পৃ. ৫৩১
রোমক	(ইংরেজি) রোম + ক (বাংলা)	(খালেদ : ২৬/জিঞ্জীর
শহীদান	(আরবি) শহীদ +আন (ফারসি)	(রণ-ভেরী : ৯৪ অগ্নি-বীণা)
শের-নর	(ফারসি) শের + নর (সংস্কৃত)	(মোহররম : ২৫/অগ্নিবী-ণা)
সফেদ-দেও	(ফারসি) সফেদ+ দেও (উর্দু/হিন্দি)	ন.র. ১ম, পৃ. ৪৩৭
সুতুর-বান	(ফারসি) সুতুর + বান (সংস্কৃত)	(খালেদ : ১৩/জিঞ্জীর)
হাইদর-হাঁক	(আরবি) হাইদর + হাঁক (বাংলা)	ন.র. ১ম, পৃ. ৪০

গভীর অনুসন্ধানে দেখা যাবে যে, উল্লিখিত শব্দসমূহের অধিকাংশই, যে দুটি ভাষা থেকে গ্রহণপূর্বক সৃজন করা হয়েছে, সেসব ভাষায় হয়তো প্রচলিত নেই। মূলত নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যের ভাব প্রকাশের তাগিদে, আবেগের সঠিক রূপায়ণ কামনায় উপরি-উক্ত শব্দসমূহ নিজেই সৃজন করে রচনাকর্মে সুসমঞ্জস প্রয়োগ করেছেন। সর্বোপরি এসব শব্দসৃষ্টিতে নজরুলের সার্থকতা এই যে, এগুলোকে তিনি বাংলা ভাষার নিজস্ব ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ও শৃঙ্খলার মধ্যে সংস্থাপনও করতে পেরেছেন স্বীয় স্বভাবজ কাব্য প্রতিভার নৈপণ্যে।

মূলত কবিরাই একটি ভাষার শব্দের প্রধান কারবারি। নিজস্ব রচনাকর্ম তথা শিল্পকর্মে শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহার নিয়ে এত বেশি সংবেদনশীলতা সম্ভবত আর

কোন সৃষ্টিশীল মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাঁরা কবিতায় সটিক আবেগ ও ভাব প্রকাশের জন্য নির্বাচন করেন সঠিক ও বাঞ্ছিত শব্দটি এবং এর অভাবহেতু মাঝে মাঝে নির্মাণ করেন নতুন শব্দ। প্রতিভার অসামান্য প্রয়োগদক্ষতা দ্বারা তাঁরা একটি শব্দের আবেগিক উষ্ণতা আরোপ করে একে যেমন নিয়ে যেতে পারেন জনপ্রিয়তার অত্যুচ্চ শিখরে, তেমনি কবিতায় ব্যবহারশূন্যতার কারণে শব্দকে করে তুলতে পারেন নিঃসঙ্গ ও অপাঙ্‌ক্তেয়। সর্বোপরি শব্দ যেহেতু ধারণ করে কবির জীবনাভিজ্ঞতা ও দর্শনকে, তাই শব্দই হয়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট কবির কাব্যভাষার দর্পণস্বরূপ। জীবনবাদী কবি ও সচেতন শব্দশিল্পী কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্ট উপরি-উক্ত ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। তিনি কবিতার প্রয়োজনে প্রচলিত বাংলা শব্দের পাশাপাশি অসংখ্য নতুন শব্দ যেমন সৃজন করেছেন উপরিউক্তি পন্থায় তেমনি তাঁর সৃষ্ট শব্দগুলোই তাঁরই জীবনদর্শনকে ধারণ করে হয়ে উঠেছে নিজস্ব কাব্যভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণী প্রধান নিয়ামক। আর বড় কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের মাহাত্ম্যও এখানেই নিহিত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. *নজরুল রচনাবলী* (১ম), সম্পাদক – আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ (নতুন সংস্করণ)

২. *নজরুল রচনাবলী* (১ম), সম্পাদক –আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

৩. *নজরুল রচনাবলী* (২য়, ৩য় ও ৪র্থ), সম্পাদক – আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

৪. *নজরুল রচনাবলী* (৫ম প্রথমার্ধ), সম্পাদক – আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

৫. *নজরুল রচনাসম্ভার* (২য় ও ৩য় খণ্ড), সম্পাদক – আবদুল আজীজ আল আমান, কলিকাতা, ১৯৯৫

৬. *নজরুল গীতি : অখণ্ড*, সম্পাদক – আবদুল আজীজ আল আমান, কলিকাতা, ১৯৯৫

৭. *নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়*, সম্পাদক সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্য বিভাগ, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭

৮. *নজরুল শব্দপঞ্জি*, হাকিম আরিফ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৪০৪

৯. *নজরুল শব্দকোষ*, সংকলক ও সম্পাদক – আবুল কালাম মুস্তফা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

১০. *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, সম্পাদক, আহমদ শরীফ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬

১১. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, শেলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত , সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৯৩

১২. *শব্দ সঞ্চয়িতা বাংলা অভিধান*, সম্পাদনা – মিলন দত্ত ও অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৯৫